

প্রকৃত দা'য়ীর গুণাবলী

১. ইখলাস:-

কেননা প্রতিটি ইবাদত কবুল হওয়ার জন্য মৌলিক শর্ত দু-টি:-

আল্লাহ তা'আলার প্রতি ইখলাস ।

রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আনুগত্য ।

২. আল্লাহ তা'আলার সাথে সম্পর্ক :-

যখন তুমি তোমার এবং আল্লাহ তা'আলার মধ্যকার সম্পর্ক সংশোধন করবে তখন আল্লাহ তা'আলা তোমার ও মানুষদের মধ্যকার সম্পর্ক সংশোধন করে দেবেন । তাই দা'য়ী ভাইয়ের জন্য আবশ্যিক হল, আত্ম-সমালোচনার জন্য তার একটি জাদওয়াল বা কার্যতালিকা থাকা । যাতে সে সুনান, ফিয়ামুল লাইল, সদাকা ও অন্যান্য নেক আ'মালের প্রতি যত্নবান হতে স্বচেষ্ট হয় । এগুলোতো এমন আ'মাল, হ্রের সাথে বিবাহে আত্মহী ও জান্নাতের স্বকানী কখনই তা ছাড়তে পারে না ।

৩. ইলম:-

ইলমের সর্বনিম্ন পরিমাণ হল, যে বিষয়ে সে দওয়াত দিচ্ছে তার ইলম থাকা । দা'য়ী ভাইকে অবশ্যই তালিবুল ইল্ম হতে হবে অথবা খুব সামান্য পরিমাণ হলেও ইলম অন্বেষণ জারী রাখতে হবে ।

প্রিয় ভাই! তুমি মনে রাখবে, একটি মাত্র সংশয় একজন ব্যক্তিকে পথ থেকে সরিয়ে দিতে পারে ।

তবে ভাই অনুরোধ! এমনটি বলিও না, আমি তো আলেম নই । তাই কাউকে কখনই দাওয়াত দেব না । তাহলে এটাই তোমার ব্যর্থতার কারণ হবে । তুমি সব সময় দরস ও বয়ান সমূহ প্রচার করতে থাক । প্রকাশনাগুলো হাদিয়া দাও । অন্যান্য ভাইদের সাথে দাওয়াতে অংশগ্রহণ কর ।

৪. মাদ'যুর ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যাবলী জানা :-

স্মরণ রাখবে, প্রত্যেক ব্যক্তিরই কিছু ভাল ও কিছু মন্দ গুণাবলী রয়েছে। এখন তোমার নিকট কাম্য হল-

এক. তুমি তার ভাল গুণাবলী খুজে বের করবে এবং সেগুলোকে আরো উত্তম ও সুন্দর করার চেষ্টা করবে।

দুই. মন্দ বিষয়গুলো জানবে এবং সেগুলো দূরীভূত করতে পরিকল্পনা তৈরী করবে।

৫. পর্যায়ক্রমে দাওয়াত প্রদান:-

দা'যীর উপর আবশ্যিক হল, সে যেন শুরুতেই মাদ'যুর আমূল পরিবর্তন সাধনের চেষ্টা না করে। কেননা এটি আল্লাহর সুন্নাহ ও আশিয়া কেরামের মানহাজের বিপরীত। তবে এর অর্থ এই নয়, কিছু-কিছু ব্যক্তির মাঝে একবারেই পরিবর্তনের যোগ্যতা নেই। যদি কারো মধ্যে এই যোগ্যতা বিদ্যমান থাকে যে, মনের মধ্যে কোন ধরনের ব্যতিক্রম প্রভাব পড়া ব্যতীত সে একবারেই পরিবর্তন হতে সক্ষম তাহলে তার ক্ষেত্রে শৈথিল্যতা বৈধ নয়।

আর যে ব্যক্তি পর্যায়ক্রমে পরিবর্তন হবে তার দাওয়াতের ক্ষেত্রে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোকে প্রধান্য দেয়া জরুরী। এটা এ কারণে যে কখনো কখনো দ্রুত পরিবর্তন তার মধ্যে ব্যতিক্রম প্রভাব ফেলে, অনেক সময় সে জাহিলিয়াতের দিকে পুণরায় ফিরে যায়।

৬. অব্যাহত ভাবে লেগে থাকা:-

আদ-দা'ওয়াতুল ফারদিয়াহতে অজস্র চেষ্টা ব্যয় করতে হয়। আর এক্ষেত্রে শর্ত হল অব্যাহত ভাবে লেগে থাকা। কেননা জীবনের পারিপার্শ্বিকতা অনেক সময়ই কঠিন হয়। আর মানুষ শয়তানের সংখ্যাও খুব একটা কম নয়। হয়ত তুমি তার মাঝে মূল্যবান কোন বিজ বপণ করলে অতঃপর ক্ষণিক কালের জন্য তাকে ছেড়ে দিলে, তাহলে হয়ত দেখতে পাবে, তার

বিশ্বাসে ফাটল ধরেছে, সঙ্কল্পে চিড় ধরেছে। তুমি দেখবে, সে জানে জিহাদ ফরজে আইন কিন্তু তা তার জীবনে কোনই পরিবর্তন সাধিত করে না!!!

সে কি ঐ ব্যক্তির সমান হতে পারে! যে ই‘দাদ ও জিহাদের জন্য দুয়ারে-দুয়ারে করাঘাত করেছে?!!

সে কি ঐ ব্যক্তির সমান হতে পারে! যে পারা-পারের প্রতিটি দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছে এই আকাংখায় যে, সে যেতে পারবে অথচ সে জানেনা কোন দিকে?!!

সে কি ঐ ব্যক্তির সমান হতে পারে! যে সবকিছু ত্যাগ করে চলে গেছে ইরাক বা আফগানে ইয়ামান বা সিরিয়াতে শুধু মাত্র আল্লাহর ক্ষমার আশায়?!!

না! মহান রবের শপথ কখনই না!!!

৭. মাদ‘যুর জন্য উত্তম পরিবেশের ব্যবস্থা:-

প্রথমত: তাকে মন্দ পরিবেশ থেকে বের করে আনবে।

দ্বিতীয়ত: উত্তম পরিবেশের সন্ধান করা।

উদ্দেশ্য হচ্ছে ঈমানী উন্নতি সাধন। সুতরাং এমন এক পরিবেশের প্রয়োজন যা উন্নতি সাধনে সহায়ক হয়। যদি উত্তম পরিবেশ না মেলে তাহলে চেষ্টা করবে যথা সম্ভব তার সময়গুলোকে ব্যস্ত রাখতে। তার জন্য একটি দৈনিক রুটিন তৈরী করবে। অন্তত দৈনিক যেন বয়ানগুলো শুনে। শিট বই ও বয়ানই যেন হয় তার অবসরের সঙ্গি। তবে নিঃসন্দেহ সৎ সঙ্গিই অধিক উপকারী ও উত্তম।

৮. অতীত কারণে খোটা না দেয়া :-

অতীতের কারণে তাকে কখনই দোষারপ করবে না। মহান আল্লাহ তা‘আলার বাণী স্মরণ রাখবে:-

“তোমরাও তো ইতিপূর্বে এমনই ছিলে; অতঃপর আল্লাহ্ তা‘আলা তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন।” (সূরা নিসা:৯৪)

৯. দাওয়াতের পদ্ধতি ও পন্থার মাঝে শ্রেণী বিন্যাস:-

বারনামিজেতো এ বিষয় আলোচনা করা হবে আর অবশিষ্টগুলো তোমার কাঁধে অর্পিত থাকবে।

দা‘য়ীকে যে সব বিষয়ে যত্নবান হতে হবে

১. পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা :- নিয়মিত মিসওয়াক করা। পরিচ্ছন্ন কাপড় পরিধান করা। গোঁফ, হাত-পায়ের নখ ছোট রাখা। চুল আঁচড়ানো।
২. সুগন্ধি ব্যবহার :- এমন আতর ব্যবহার করা যা স্বাভাবিক ভাবে মানুষ পছন্দ করে এবং তাদের কষ্টের কারণ না হয়।
৩. কথা বলার সময় সুন্নাহ ফলো করা :- শুদ্ধ ভাষায় কথা বলার চেষ্টা করা। সাথী যদি একই অঞ্চলের না হয় তাহলে আঞ্চলিকতা পূর্ণ রূপে পরিহার করা। মুখে মুচকি হাসি থাকা। কথা খুব দ্রুত গতিতে না বলা। স্বর এত উচু না হওয়া যা বিরক্তির কারণ হয় অথবা এতো নিঁচুও না হওয়া যা বুঝতে কষ্ট হয়। কথা শেষ হবার পূর্বেই কথা শুরু না করা। মনোযোগ দিয়ে ও গুরুত্ব সহকারে কথা শ্রোবণ করা, এমন ভাব না দেখানো যে তা গুরুত্বহীন বা এসব আমি পূর্ব থেকেই জানি।
৪. মাদয়ূকে প্রাধান্য দেয়া :- সব কিছুতে মাদয়ূকেই প্রাধান্য দেয়া। যেমন: আগে আগে সালাম দেয়া। এক সাথে বসলে তাকে ফ্যানের নিচে বসতে দেয়া। খাবারের প্লেট তার সামনে আগে রাখা। যানবাহনে উঠলে তাকেই আগে বসতে দেয়া ও ভাল সিটটি দেয়া।

আন্তরিক ভাবে ভাড়াটি নিজেই দেয়ার চেষ্টা করা, ইত্যাদি। তবে সাবধান! অতি বিনয়ী হওয়ার কারণে যাতে নিজ ব্যক্তিত্ব ক্ষুণ্ণ না হয়।

৫. পরামর্শ করা :- পার্থিব ও দ্বীনী নানা বিষয়ে তার সাথে পরামর্শ করা। যেমন: আগামি সপ্তাহে জুম্মার নামায কোথায় পড়তে পারি? এই বইটি কিনতে চাচ্ছি কেমন হয়? ইত্যাদী।

৬. ও'য়াদা ঠিক রাখা :- কোন ও'য়াদা করলে তা পূর্ণ করা। বিশেষ করে সময়ের ব্যাপারে যত্নবান হওয়া। কোন ও'য়াদা করে পূর্ণ করতে না পারলে অথবা ও'য়াদাকৃত সময়ের সামান্য ব্যতিক্রম ঘটলে ক্ষমা চেয়ে নেয়া।

৭. তর্কে না জড়ানো :- কখনই মাদ'যুর সাথে তর্কে না জড়ান। এবং নিজের মতকে তার উপর চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা না করা যদিও তা সঠিক হয়। বরং ধৈর্য ধারণ করা এবং ধীর গতিতে সামনে বাড়া। শুধুমাত্র অযথা তর্কের কারণে কত দাওয়াত যে নষ্ট হয়েছে!?

৮. নিজ ব্যক্তিত্বের প্রতি লক্ষ্য রাখা :- এমন কাজ না করা যার দ্বারা নিজ ব্যক্তিত্বের ক্ষতি হয়। যেমন: অনর্থক কথা বলা। উচ্চ স্বরে হাসা। অতিরিক্ত কৌতুক করা। কথা প্রসঙ্গে বা দৃষ্টান্ত দেয়ার জন্যে অপছন্দনীয় (অশ্লীল) কোন শব্দ বা বাক্য মুখে আনা, ইত্যাদী।

৯. দোষ উপেক্ষা করা :- সব ধরনের দোষ শুরুতেই না ধরা। যদি তোমার সামনেই কোন দোষ করে ফেলে তাহলে উপেক্ষা করবে, বাহ্যিক ভাবে কোন গুরুত্ব দেবে না। পরে সময় সুযোগমত উত্তম ভাবে তাকে জানাবে। সবচেয়ে ভালো হয় তার মাঝে এমন পরিবর্তন সাধনের চেষ্টা করো যাতে বলার প্রয়োজন পড়ে না বরং নিজের থেকেই তা পরিহার করে।

১০. অহেতুক সমালোচনা পরিহার করা :- কোন ব্যক্তি বা দলের অহেতুক সমালোচনা না করা। এমন দোষ না বলা যা তাদের মাঝে নেই। তাদের ভালো দিকগুলো এড়িয়ে না যাওয়া বরং সেগুলোর প্রশংসা করা।

১১. পার্থিব সহায়্য পরিহার করা :- তার থেকে পার্থিব কোন কাজে সাহায্য গ্রহণ যথা সম্ভব পরিহার করা। তবে তাকে সাহায্য করার চেষ্টা করা এবং তার প্রয়োজন পূরণ করা।

১২. হাদিয়া ও দাওয়াত দেয়া :- সামর্থ্য অনুযায়ী তাকে বেশি বেশি হাদিয়া দিতে চেষ্টা করা। তা হতে পারে মিসওয়াক, আতর, কুরআন, কোন ইসলামী বই, ইত্যাদী। এবং মাঝে মাঝে তাকে ফলমূল, নাস্তা বা খাবারের দাওয়াত দেবে। তবে কখনই সামর্থ্যের বাইরে নয়।

১৩. লৌকিকতা ত্যাগ করা :- কোন বিষয়ে কৃত্রিমতা না করা বরং সব কিছুতে আস্তরিকত থাকা। যেমন : সে তোমাকে কিছু হাদিয়া দিলো তুমি তা নিতেও আত্মহী কিন্তু কৃত্রিম ভাবে না করে দিলে। তোমার উচিত হল, সুন্নাহ হিসাবে তা গ্রহণ করা অতঃপর মন চাইলে এর চেয়ে ভালো কিছু তাকে হাদিয়া দেয়া।

তুমি একজন দা'য়ী আল্লাহর পথের একজন মুসাফির। উপরোক্ত বিষয়গুলো তোমার চলার পথের পাথেয় হয় তাহলে ইনশাআল্লাহ তোমার গন্তব্য বেশি দূরে নয়। মনযিল অতিসন্নিকোটে। তাই নিরবে একটু ভেবে দেখো, কোন উপকরণটি তোমার সাথে নেই, আর দেরি না করে সেটি এখনই সংগ্রহ করো।